দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা-তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

09 APR 1987
5 কলাম

022

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: বৃহস্পতিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৩৯৩: ৯ই এপ্রিল, ১৯৮৭

বোর্ডের বই

যে কোন শিক্ষা কার্যক্রমের সাফল্য প্রাথমিকভাবে পাঠ্য বই-এর উপর নির্ভরশীল। কি পড়তে দেয়া হচ্ছে তারই উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী কি শিখছে। এ প্রত্যয় থেকেই বোর্ড গঠনের মাধ্যমে পাঠ্য বই প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ জন্ম নেয়। প্রশংসনীয় উদ্যোগ সন্দেহ নাই। তবে যে কারণেই হোক, ফলাফল প্রশংসা অর্জন করতে পারেনি। শুরু থেকেই ভুল-ত্রুটির সমালোচনা চলে আসছে। সংশোধন কিংবা মান উন্নয়নের প্রয়াসও নেয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তন-পরিবর্ধনে ভুলের সংখ্যাই বেড়েছে মাত্র। অবাঞ্ছিত এ পরিস্থিতি স্থায়িত্ব পাওয়ার কথা ছিল না। কথা না থাকলেও অনেক কিছুই ঘটে এবং এ ক্ষেত্রেও ঘটেছে। পাঠ্য বই-এর মান নীচে নেমেছে, ভুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় জ্যামিতিক হারে। তুলনামূলক কম দামে সরবরাহের অতিরিক্ত কোনো কৃতিত্ব টেক্সটবুক বোর্ডের নামে জমা পড়েনি। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে দৈনিক বাংলায় এর উপর সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়। আমার কথা, আমাদের উদ্যোগ এরই মাঝে আংশিক হলেও ফল প্রদানে সক্ষম হয়েছে।

'ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই' প্রতিবেদনে পাঠ্য বই-এ বিরাজমান ভুলত্রুটির একটি সামান্য অংশ মাত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহলের নজর আকৃষ্ট করতে পেরেছে এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রতিকারের কতিপয় উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছেন। পাঠ্য বই তথ্য এবং প্রকরণে আদর্শ মানে পৌঁছাবে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে ভুল ডেরা বাঁধার অবকাশ পাবে না এবং প্রকাশনার মানও বই-এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করবে এটাই আমাদের কাম্য। এ দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বিশেষের চাইতে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বোর্ডই ভালোভাবে পালনে সক্ষম এটাই আমাদের বিশ্বাস। বোর্ডকে তার দায়িত্ব যথাযথ পালনে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য। বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রচারিত বিজ্ঞাপন এবং চেয়ারম্যান-এর সাংবাদিক সম্মেলনে কোথাও প্রকারান্তরে এবং কোথাও সরাসরি ভুলের অস্তিত্ব মেনে নেয়া হয়েছে, এ স্বীকৃতিকে আমরা সংশোধনের পথে এক ধাপ, একটি বড় ধাপ, অগ্রগতি মনে করি।

মূল প্রতিবেদনে ভুলের যে চরিত্র ধরা পড়েছে তার বহুলাংশের জন্যে সংশ্লিষ্ট লেখক ও বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়ই দায়ী এটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। বোর্ডের চেয়ারম্যানও তাঁর বক্তব্যে লেখা ও সম্পাদনার দায়িত্বে নিযুক্ত দেশের বিশিষ্ট গুণীজনের 'আন্তরিকতা'র প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু দায়-দায়িত্ব এইসব গুণীজনদের গ্রহণ করা উচিত ছিল। তবে সার্বিক দায়িত্ব অবশ্যই বোর্ডকেই নিতে হবে। বোর্ডের অভ্যন্তরেও পর্যাপ্ত সংখ্যক গুণীজন উপস্থিত থাকার কথা। বরাত দিয়ে করিয়ে নেয়া কাজ যাচাই করে নেয়ার যোগ্যতা না রাখলে বোর্ডের অস্তিত্বই প্রশ্নের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আশা করবো, পরিমার্জনা কিংবা নতুন রচনা যে উদ্যোগই গ্রহণ করা হয় তার সাফল্যের ব্যাপারে এখন থেকে আর পূর্ব সতর্কতার কোনো অভাব ঘটবে না।

বোর্ডের জরুরী সাংবাদিক সম্মেলনে ভুলত্রুটি সংশোধন ও মানোন্নয়নের জন্যে আলাদা আলাদা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কাজটি জরুরী। ফেলে রাখার উপায় নেই। আগামী শিক্ষাবর্ষে ত্রুটিমুক্ত বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাতে হলে এখন থেকেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ কাজে হাত দিতে হবে ঠিকই। কিন্তু রাতারাতি গঠিত বিশেষ কমিটি নিয়ে পরে আবার নতুন সংকট জন্ম নেবে না তো? আমরা মনে করি এ ক্ষেত্রেও সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে যারা এর আগে 'আন্তরিকতা'র সঙ্গে ভুলের পাহাড় তৈরি করেছেন, জাতীয় শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য বানচাল করার ক্ষেত্রে 'সুস্পষ্ট অবদান' রেখেছেন, তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার সবিশেষ

প্রকাশনার সংকট আছে ঠিকই, কিন্তু নির্ভুল বই বের করা একান্ত অসম্ভব, সকল সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও এ কথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে অফসেট মুদ্রণের ব্যাপক প্রচলনের পর উন্নতমানের প্রকাশনা অসম্ভব কেন হবে একটা কষ্টসাধ্য বিষয়ও না। প্রয়োজন কেবল আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্নের। আমরা বোর্ডের কাছ থেকে এই সদিচ্ছা আর সমন্বয় প্রয়াসই কামনা করি, দাবী করি আমাদের সন্তান ও দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুশিক্ষার স্বার্থে।